ঋগ্বেদ

ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব - এই সংহিতা চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋক-সংহিতার প্রাচীনত্ব সর্ববাদিসম্মত | ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল ঋগ্বেদ | ঋক-সংহিতার দু-প্রকার বিভাগ দেখা যায়- 1. মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত, ঋক এবং 2. অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ, মন্ত্র | প্রথম বিভাগটি বৈদিক অনুষ্ঠানের এবং দ্বিতীয়টি বেদাধ্যায়নের উপযোগী | ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রকে বলা হয় ঋক | কয়েকটি ঋক নিয়ে সূক্ত গঠিত | কতগুলি সূক্তের সমষ্টিকে বলা হয় অনুবাক | এরূপ কয়েকটি অনুবাক নিয়ে এক একটি মণ্ডল | ঋগ্বেদের মোট দশটি মণ্ডল, পঁচাশিটি অনুবাক, 1017 টি সূক্ত এবং 10,472 টি ঋক আছে | এছাড়া এগারোটি "বালখিল্য" সূক্ত এবং কতগুলি "খিলসূক্ত" বা পরিশিষ্ট ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায় | দ্বিতীয়প্রকার বিভাগ অনুযায়ী কতগুলি অধ্যায় নিয়ে অষ্টক গঠিত | এই বিভাগ অনুসারে ঋক-সংহিতায় আছে আটটি অষ্টক, চোষট্টি অধ্যায় এবং দু'হাজার ছয়টি বর্গ | পূর্বে ঋক-সংহিতার অনেকগুলি শাখা ছিল | কূর্মপুরাণে একুশটি, বিষ্ণুপুরাণে নয়টি, ভর্তৃহরির "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে পনেরোটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় | বর্তমানে শাকল ও বাস্কল ভেদে ঋগ্বেদের দুটি শাখা পাওয়া যায় | শাকল শাখা মতে 1017 টি সূক্ত এবং বাস্কল শাখা মতে 1028 টি সূক্ত ঋক-সংহিতার অন্তর্গত করা হয়েছে | বিভিন্ন সম্প্রদায়ভেদে প্রচলিত শাখাগুলি অধুনা লুপ্ত হয়েছে | দশটি মণ্ডলে বিভক্ত ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় থেকে অষ্টম এই সাতটি মণ্ডলের সাতটি ঋষিকুলের শ্রুতিরক্ষিত মন্ত্ররাশি সন্নিবিষ্ট হয়েছে | এই সাত জন ঋষি হলেন যথাক্রমে - গৃত্সমদ(2য় মঃ), বিশ্বামিত্র(3য় মঃ), বামদেব(4র্থ মঃ), অত্রি(5 মঃ), ভরদ্বাজ(6ষ্ঠ মঃ), বশিষ্ঠ(7ম মঃ) এবং কণ্ব(8ম মঃ) | এই মণ্ডলগুলিকে তাই বলা হয় - "Family Books" বা গোষ্ঠীমণ্ডল | বিভিন্ন ঋষির দ্বারা দৃষ্ট সোমদেবতার প্রশস্তিসূচক সূক্ত স্থান পেয়েছে নবম মণ্ডলে | প্রথম ও দশম মণ্ডলের সূক্তগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ | প্রথম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা 191 | মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, কণ্ব, গৌতম, কুত্স প্রভৃতি এই মণ্ডলের প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি | এই মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি

অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে গায়ত্রী ছন্দে রচিত, এর ঋষি বৈশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দা | এই মণ্ডলেই আছে ঋষি কাণ্ব মেধাতিথি দৃষ্ট প্রখ্যাত বৈষ্ণবী ঋক | কিছু কিছু ঋক-মন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে ঋষিকবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে একান্তিক মর্ত্যব্যাকুলতা | দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা 39 | প্রসিদ্ধ সজনীয় সূক্ত বা ইন্দ্র সূক্ত এই মণ্ডলের অন্তর্গত | ইন্দ্র ছাড়াও এই মণ্ডলে স্তুত হয়েছেন - রুদ্র, আদিত্য, বরুণ, ব্রহ্মণস্পতি, অশ্বিদ্বয়, মরুদগণ প্রভৃতি দেবতা | তৃতীয় মণ্ডলে মোট 62 সূক্তের মধ্যে সর্বশেষ সূক্তে আছে প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি | পঞ্চম মণ্ডলের "নারাশংসী" সূক্তগুলিতে কর্মযোগী মানুষের প্রশংসাকরা হয়েছে | মহিলা ঋষি বিশ্ববারা কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রগুলিতে নারীর সৌভাগ্যকামনা মূর্ত হয়ে উঠেছে | সপ্তম মণ্ডলে পর্জন্য সূক্ত এবং ভেকসূক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য | আষ্টম মণ্ডলে মূলত প্রগাথগোত্রীয় ঋষিদের মন্ত্র সংকলিত হয়েছে | তাই এই মণ্ডলটি "প্রগাথমণ্ডল" নামে প্রসিদ্ধ | এই মণ্ডলেই বালখিল্য সূক্ত আছে | নবম মণ্ডলে পবমান সোমের স্তুতি করা হয়েছে | দশম মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষি-দৃষ্ট 191 টি সূক্ত সংকলিত হয়েছে | অমেকে এই মণ্ডলটি কে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করেন | ঘোষা, পৌলোমী, ইন্দ্রাণী, আম্ভৃণী, বাক প্রভৃতি ব্রহ্মবিদুষী মহিলা-ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট সূক্ত এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে | এখানেই সর্বপ্রথম গঙ্গার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় | এখানে বিখ্যাত পুরুষসূক্তে সর্বপ্রথম চতুর্বর্ণের নাম উল্লেখ হয়েছে | এখানে যেমন ভাবগম্ভীর বহু দার্শনিক চিন্তামূলক সূক্ত আছে, তেমনি আছে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত | বিখ্যাত কিছু সংবাদ সূক্ত এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে | কয়েকটি সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যু ও পরলোক সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের ধ্যানধারণা | এই সূক্তের শেষ মন্ত্রটি সাম্য, মৈত্রী ও সৌভাতৃত্বের প্রার্থনায় সমুজ্জ্বল | বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিমূলক ঋক-মন্ত্রগুলি কল্পনার মাধুর্য্যে, কাব্যধর্মের শিল্পিত সুষমায় এবং রসোচ্ছলতায় অপরূপ | কিছু কিছু সূক্ত আবার গীতিময়তায় সমৃদ্ধ |